বাংলাদেশ
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
University Grants Commission of Bangladesh
আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
website: www.ugc.gov.bd

ইউজিসি গবেষণা ও শিক্ষা সহায়ক নীতিমালা ২০২৬

(০৫.০৩.২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিশনের ১৭৬তম সভায় অনুমোদিত)

১) শিরোনাম : ইউজিসি গবেষণা ও শিক্ষা সহায়ক নীতিমালা ২০২৬।

২) ভূমিকা : বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রমকে উৎসাহিত ও সমর্থন করিবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক গবেষণা ও শিক্ষা সহায়ক তহবিল হইতে আর্থিক অনুদান প্রদানের জন্য এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হইলো।

৩) সংজ্ঞা : বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী না থাকিলে, এই নীতিমালায়-

ক) **'কমিশন'** অর্থ University Grants Commission of Bangladesh Order, 1973 (P.O.No.10 of 1973) দ্বারা গঠিত বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন;

খ) **'কমিশন সভা'** অর্থ University Grants Commission of Bangladesh Order, 1973 (P.O.No.10 of 1973) অনুযায়ী চেয়ারম্যান, পূর্ণকালীন সদস্য ও খন্ডকালীন সদস্য দ্বারা গঠিত কমিশনের সভা;

গ) **'চেয়ারম্যান'** অর্থ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান;

ঘ) **'সদস্যবৃন্দ'** অর্থ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পূর্ণকালীন সদস্যবৃন্দ;

ঙ) **'কমিশন কর্তৃপক্ষ'** অর্থ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান এবং পূর্ণকালীন সদস্যবৃন্দ;

চ) **'সচিব'** অর্থ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সচিব;

ছ) **'অনুদান প্রদান কমিটি'** অর্থ এই নীতিমালার আওতায় প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক সুপারিশ প্রদানের নিমিত্ত গঠিত কমিটি;

জ) **'নীতিমালা'** অর্থ ইউজিসি গবেষণা ও শিক্ষা সহায়ক নীতিমালা ২০২৬।

৪) অনুদান প্রদানের ক্ষেত্র : নীতিমালার আওতায় অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ হইবে:

ক) বিদেশে আন্তর্জাতিক কনফারেন্স/সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/ওয়ার্কশপে গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন;

খ) দেশের অভ্যন্তরে জাতীয় কনফারেন্স/সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/ওয়ার্কশপ আয়োজন;

গ) দেশের অভ্যন্তরে আন্তর্জাতিক কনফারেন্স/সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/ওয়ার্কশপ আয়োজন;

ঘ) এমফিল/পিএইচডি/পোস্ট-ডক্টোরাল গবেষণার তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ এবং থিসিস কম্পোজ, প্রিন্টিং ও বাঁধাইকরণ।

৫) **বিদেশে আন্তর্জাতিক কনফারেন্স/সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/ওয়ার্কশপে গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন:**

বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক গবেষক এবং কমিশন কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তাগণের গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ আন্তর্জাতিক পরিসরে উপস্থাপনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং দেশের সুনাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিদেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কনফারেন্স/সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের জন্য অনুদান প্রদান করা হইবে।

৫.১) আবেদন পদ্ধতি : **৫.১.(i) আন্তর্জাতিক কনফারেন্স/সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের পূর্বে:**

ক) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অনলাইন প্লাটফর্মে যথাযথভাবে আবেদন দাখিল করিতে হইবে;

খ) কনফারেন্স/সেমিনার/ওয়ার্কশপের শিরোনাম, সময়কাল, স্থান (শহর ও দেশ), প্রবন্ধ উপস্থাপনের বিষয় সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং প্রসিডিংস প্রকাশ করা হইবে কি না উহা উল্লেখপূর্বক আবেদন করিতে হইবে;

গ) আবেদনের সঙ্গে নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে—

i. সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/আয়োজক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত আমন্ত্রণপত্র ও গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য গ্রহণপত্র (Acceptance Letter);

ii. কর্মরত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশিষ্ট অনুষদের ডিন/বিভাগীয় প্রধান/রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তিপত্র/অনুমোদনপত্র/প্রত্যয়নপত্র;

ঘ) অসম্পূর্ণ আবেদন গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৫.১.(ii) আন্তর্জাতিক কনফারেন্স/সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের পর:

ক) অনলাইনে পূর্বের আবেদনের সঙ্গে নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্তিসহ প্রতিবেদন প্রদান করিতে হইবে—

i. রেজিস্ট্রেশন ফি প্রদানের প্রমাণপত্র;

ii. গৃহীত প্রবন্ধ উপস্থাপনের স্বীকৃতি;

iii. ভিসা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

iv. যাতায়াত টিকেট ও বোর্ডিং পাস (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

খ) অসম্পূর্ণ আবেদন গ্রহণযোগ্য হইবে না।

CamScanner

উল্লেখ্য, প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের পূর্বে আবেদন করিলে নীতিমালার প্রাপ্যতা অনুযায়ী অনুদান প্রাপ্য হইলে উহা নিশ্চিতপূর্বক পত্র মারফত আবেদনকারীকে অবহিত করা হইবে। এইক্ষেত্রে আবেদনকারী কর্তৃক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের এক মাসের মধ্যে (দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া) পূর্বের আবেদনের সহিত প্রতিবেদনসহ সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি প্রদানের প্রেক্ষিতে অনুমোদিত অনুদান তাঁহার অনুকূলে প্রদান করা হইবে।

৫.২) যোগ্যতা ও শর্তাবলি :

ক) পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় সক্রিয় শিক্ষকগণ এবং কমিশন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কমিশন কর্তৃপক্ষ ও কমিশনের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাগণ এই অনুদান প্রাপ্য হইবেন।

খ) অন্য উৎস হইতে যাতায়াত, রেজিস্ট্রেশন বা অংশগ্রহণ খরচ প্রাপ্ত হইলে তা উল্লেখ করিতে হইবে;

গ) নির্ধারিত প্রোগ্রামের আয়োজক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যাতায়াত খরচ ও রেজিস্ট্রেশন ফি প্রাপ্ত হইলে তা উল্লেখ করিতে হইবে;

ঘ) একজন ব্যক্তি বৎসরে একবার অনুদান প্রাপ্তির যোগ্য হইবেন;

ঙ) একাধিক লেখক থাকিলে এই প্রবন্ধ অন্য কোনো লেখক কোথাও দাখিল করেননি এই মর্মে প্রবন্ধ উপস্থাপনকারী লেখককে অন্য লেখকদের সম্মতিপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে;

চ) বাজেটে সংশ্লিষ্ট খাতে অর্থ বরাদ্দ থাকা সাপেক্ষে অনুদান প্রদান করা যাইবে।

ছ) আন্তর্জাতিক কনফারেন্স/সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের পূর্বে- অনুষ্ঠান যেই ত্রৈমাসিকে অনুষ্ঠিত হইবে, সেই ত্রৈমাসিকের এক মাস পূর্বে অবশ্যই নিম্নোক্তভাবে আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

অনুষ্ঠান ত্রৈমাসিক	অনুষ্ঠান আয়োজনের সময়কাল	আবেদনের শেষ তারিখ
১ম ত্রৈমাসিক	জুলাই – সেপ্টেম্বর	১৫ জুন
২য় ত্রৈমাসিক	অক্টোবর – ডিসেম্বর	১৫ সেপ্টেম্বর
৩য় ত্রৈমাসিক	জানুয়ারি – মার্চ	১৫ ডিসেম্বর
৪র্থ ত্রৈমাসিক	এপ্রিল – জুন	১৫ মার্চ

৫.৩) আর্থিক অনুদান : আন্তর্জাতিক কনফারেন্স/সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের নিমিত্ত যাতায়াত খরচ বাবদ থোক বরাদ্দ হিসাবে প্রদেয় অনুদানের পরিমাণ নিম্নরূপ হইবে:

ক্রমিক	দেশের নাম	সর্বোচ্চ পরিমাণ (টাকায়)
১.	ভারত (পশ্চিমবঙ্গ/বিহার/আসাম/ওড়িষ্যা/ত্রিপুরা রাজ্য)	৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার)
২.	ভারতের অন্যান্য রাজ্য	৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার)
৩.	দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহ (ভারত ব্যতীত)	৮০,০০০.০০ (আশি হাজার)
৪.	এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ	১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ)
৫.	যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, আমেরিকা ও ইইউভুক্ত দেশসমূহ	১,৫০,০০০.০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)

৬) দেশের অভ্যন্তরে জাতীয় কনফারেন্স/সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন:

বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে জ্ঞানচর্চা, গবেষণা ও একাডেমিক বিনিময় বৃদ্ধি এবং জাতীয় পর্যায়ে গবেষণা নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জাতীয় কনফারেন্স, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপ আয়োজনের জন্য অনুদান প্রদান করা হইবে। এই অনুদান প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গবেষণাকর্মে অনুশীলনের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরিতে উৎসাহিত করা হইবে। এই কর্মসূচিতে নিম্নোক্ত দুইটি ক্যাটাগরি থাকিবে।

ক্যাটাগরি–ক: সাধারণ জাতীয় কনফারেন্স/সেমিনার/ওয়ার্কশপ

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদ, বিভাগ বা ইনস্টিটিউশন কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ে জ্ঞানচর্চা, গবেষণা পত্র উপস্থাপন ও একাডেমিক বিনিময় কার্যক্রম আয়োজন করা হইবে। এইক্ষেত্রে গবেষকগণের নিকট হইতে গবেষণা পত্র আহ্বান যাহা রিভিউয়ের মাধ্যমে গবেষণাপত্র উপস্থাপনের জন্য নির্বাচিত হইবে এবং বিশেষজ্ঞ গবেষকগণ তাঁহাদের বক্তৃতা (talk)-এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার প্রবণতা, ফলাফল ও ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা উপস্থাপন করিবেন।

ক্যাটাগরি–খ: শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে/আয়োজনে বিশেষ কাঠামোভিত্তিক জাতীয় কনফারেন্স/সেমিনার/ওয়ার্কশপ

এই ক্যাটাগরিতে জাতীয় কনফারেন্স/সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন দুইটি ভাগে বিভক্ত হইবে:

(i) অর্ধদিবসীয় অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ সেশন (Expert Session Half-Day): জাতীয় পর্যায়ে অভিজ্ঞ অধ্যাপক, গবেষক ও বিশেষজ্ঞগণ তাঁহাদের গবেষণা অভিজ্ঞতা, চলমান গবেষণার চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিবেন। আলোচনায় দেশিয় প্রেক্ষাপটে গবেষণার অগ্রাধিকার ক্ষেত্র ও সমস্যা সমাধানের দিকনির্দেশনা থাকিবে। প্রতিটি বক্তৃতার শেষে উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব আয়োজন করা হইবে।

(ii) অর্ধদিবসীয় শিক্ষার্থী গবেষণা উপস্থাপন ও পরামর্শ সেশন (Student Research Presentation & Mentoring Half-Day): শিক্ষার্থীরা তাঁহাদের চলমান বা সম্পন্ন গবেষণাকর্ম উপস্থাপন করিবে। অভিজ্ঞ শিক্ষক ও গবেষকগণ প্রবন্ধ উপস্থাপনার পর গবেষণাপদ্ধতি, বিশ্লেষণ, উপসংহার প্রভৃতি বিষয়ে গঠনমূলক মতামত ও পরামর্শ প্রদান করিবেন।

৬.১) আবেদন পদ্ধতি : ক) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অনলাইন প্লাটফর্মে যথাযথভাবে আবেদন দাখিল করিতে হইবে;

খ) আবেদনের সঙ্গে নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে—

i. প্রাক্কলিত বাজেট (ক্যাটাগরিভেদে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখসহ);
ii. অনুষ্ঠানসূচি (ক্যাটাগরি–খ এর ক্ষেত্রে অর্ধদিবসীয় কাঠামোর বিভাজন স্পষ্ট করিতে হইবে);
iii. ব্রুশিউর/কনসেপ্ট পেপার;
iv. দেশিয় বক্তাদের তালিকা (স্বশরীরে বা অনলাইনে অংশগ্রহণের উল্লেখসহ) এবং তাঁহাদের সম্মতিপত্র;
v. মূল বক্তা, আমন্ত্রিত বক্তা, অবদানকারী বক্তার সংখ্যা (ক্যাটাগরি-খ এর ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ অধিবেশনের বক্তা ও ছাত্র গবেষণা উপস্থাপনার সংখ্যা উল্লেখ করিতে হইবে);
vi. অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটিসহ অন্যান্য কমিটির তথ্য;
vii. প্রতিষ্ঠান প্রধান অথবা আয়োজক অনুষদ, বিভাগ, ইনস্টিটিউশনের ডিন/ বিভাগীয় প্রধান/ চেয়ারম্যান/ পরিচালকের প্রত্যয়নপত্র;

গ) অসম্পূর্ণ আবেদন গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৬.২) যোগ্যতা ও শর্তাবলি : ক) বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনুষদ, বিভাগ, ইনস্টিটিউশন, সেন্টার এবং বিশ্ববিদ্যালয় আবেদন করিতে পারিবেন;

খ) বৎসরে একবার আবেদন করা যাইবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পূর্বে প্রাপ্ত অনুদানের তথ্য সংযুক্ত করিতে হইবে;

গ) অনুষ্ঠান আয়োজনের পর আবেদন করিলে এই অনুদান প্রাপ্য হইবে না;

ঘ) মঞ্জুরীকৃত অর্থ অন্য প্রোগ্রামের জন্য ব্যবহার করা যাইবে না। যথাযথভাবে ব্যবহার করিতে না পারিলে আবেদনকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত অর্থ কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগে ফেরত প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন;

ঙ) সমিতি বা বর্ষপূর্তি উদযাপন ইত্যাদি যেমন-র‍্যালি, আলোচনাসভা, স্মৃতিচারণ, মেলা, সম্মেলন, এলামনাইসহ অন্যান্য অনুষ্ঠান উদযাপনের জন্য অনুদান প্রযোজ্য হইবে না;

চ) দেশের অভ্যন্তরে জাতীয় কনফারেন্স, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম বা ওয়ার্কশপ আয়োজনের ক্ষেত্রে- অনুষ্ঠান যেই ত্রৈমাসিকে অনুষ্ঠিত হইবে, সেই ত্রৈমাসিকের এক মাস পূর্বে অবশ্যই নিম্নোক্তভাবে আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

অনুষ্ঠান ত্রৈমাসিক	অনুষ্ঠান আয়োজনের সময়কাল	আবেদনের শেষ তারিখ
১ম ত্রৈমাসিক	জুলাই – সেপ্টেম্বর	১৫ জুন
২য় ত্রৈমাসিক	অক্টোবর – ডিসেম্বর	১৫ সেপ্টেম্বর
৩য় ত্রৈমাসিক	জানুয়ারি – মার্চ	১৫ ডিসেম্বর
৪র্থ ত্রৈমাসিক	এপ্রিল – জুন	১৫ মার্চ

৬.৩) আর্থিক অনুদান : ক) জাতীয় কনফারেন্স/সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/ওয়ার্কশপ আয়োজনের ক্ষেত্রে ১ (এক) দিনের জন্য সর্বোচ্চ ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা এবং একাধিক দিনের জন্য সর্বোচ্চ ১,২০,০০০.০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা প্রদান করা যাইবে;

খ) জাতীয় কনফারেন্স/সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/ওয়ার্কশপ অনলাইনে অনুষ্ঠিত হইলে উপঅনুচ্ছেদ ৬.৩ (ক)-এ বর্ণিত অনুদানের সর্বোচ্চ ৫০% অর্থ প্রদান করা যাইবে।

৭) দেশের অভ্যন্তরে আন্তর্জাতিক কনফারেন্স/সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/ওয়ার্কশপ আয়োজন:

বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আন্তর্জাতিক গবেষক ও একাডেমিক ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে জ্ঞানবিনিময় ও সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপ আয়োজনের উদ্দেশ্যে অনুদান প্রদান করা হইবে।

৭.১) আবেদন পদ্ধতি : ক) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অনলাইন প্লাটফর্মে যথাযথভাবে আবেদন দাখিল করিতে হইবে;

খ) আবেদনের সঙ্গে নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে—

i. প্রাক্কলিত বাজেট;

ii. অনুষ্ঠানসূচি;

iii. ব্রুশিউর/কনসেপ্ট পেপার;

iv. কারিগরি কমিটি/কার্যক্রম কমিটির সদস্যদের হাই-ইনডেক্স, কান্ট্রি এফিলিয়েশন ইত্যাদি;

v. বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সারাংশ জমা দেওয়ার ও আয়োজক সংস্থা কর্তৃক গ্রহণের সর্বশেষ তারিখ;

vi. দেশি ও বিদেশি বক্তাদের তালিকা (স্বশরীরে বা অনলাইনে অংশগ্রহণের উল্লেখসহ) এবং তাহাদের সম্মতিপত্র;

vii. কনফারেন্স/সেমিনার/ওয়ার্কশপের শিরোনাম, সময়কাল, স্থান ইত্যাদি বিস্তারিত বিবরণ;

viii. প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্যাদি, যেমন- প্রসিডিংস প্রকাশ করা হইবে কি না, কোনো র‍্যাংকিংয়ের অন্তর্ভুক্ত কি না, ইহা কোনো

সিরিজভুক্ত হইলে পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকাশনা কোনো সূচিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ (Indexing Authority) কর্তৃক সূচিবদ্ধ (Indexed) হয়েছে কি না, উহা উল্লেখ করিতে হইবে।

ix. অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটিসহ অন্যান্য কমিটির তথ্য;

x. প্রতিষ্ঠান প্রধান অথবা আয়োজক অনুষদ, বিভাগ, ইনস্টিটিউশনের ডিন/বিভাগীয় প্রধান/চেয়ারম্যান/পরিচালকের

৭.২) যোগ্যতা ও শর্তাবলি : ক) বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনুষদ, বিভাগ, ইনস্টিটিউশন, সেন্টার এবং বিশ্ববিদ্যালয় আবেদন করিতে পারিবেন;

খ) দুই বৎসরে একবার আবেদন করা যাইবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পূর্বে প্রাপ্ত অনুদানের তথ্য সংযুক্ত করিতে হইবে;

গ) অনুষ্ঠান আয়োজনের পর আবেদন করিলে এই অনুদান প্রাপ্য হইবেন না;

ঘ) মঞ্জুরীকৃত অর্থ অন্য প্রোগ্রামের জন্য ব্যবহার করা যাইবে না। যথাযথভাবে ব্যবহার করিতে না পারিলে আবেদনকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত অর্থ কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগে ফেরত প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন;

ঙ) সমিতি বা বর্ষপূর্তি উদযাপন ইত্যাদি যেমন-র‍্যালি, আলোচনাসভা, স্মৃতিচারণ, মেলা, সম্মেলন, এলামনাইসহ অন্যান্য অনুষ্ঠান উদযাপনের জন্য অনুদান প্রযোজ্য হইবে না।

চ) দেশের অভ্যন্তরে আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম বা ওয়ার্কশপ আয়োজনের ক্ষেত্রে- অনুষ্ঠান যেই ত্রৈমাসিকে অনুষ্ঠিত হইবে, সেই ত্রৈমাসিকের এক মাস পূর্বে অবশ্যই নিম্নোক্তভাবে আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

অনুষ্ঠান ত্রৈমাসিক	অনুষ্ঠান আয়োজনের সময়কাল	আবেদনের শেষ তারিখ
১ম ত্রৈমাসিক	জুলাই – সেপ্টেম্বর	১৫ জুন
২য় ত্রৈমাসিক	অক্টোবর – ডিসেম্বর	১৫ সেপ্টেম্বর
৩য় ত্রৈমাসিক	জানুয়ারি – মার্চ	১৫ ডিসেম্বর
৪র্থ ত্রৈমাসিক	এপ্রিল – জুন	১৫ মার্চ

৭.৩) আর্থিক অনুদান : ক) আন্তর্জাতিক কনফারেন্স/সেমিনার/সিমেপাজিয়াম/ওয়ার্কশপ আয়োজনের ক্ষেত্রে ১ (এক) দিনের জন্য সর্বোচ্চ ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকা এবং একাধিক দিনের জন্য সর্বোচ্চ ৩,০০,০০০.০০ (তিন লক্ষ) টাকা প্রদান করা যাইবে।

খ) আন্তর্জাতিক কনফারেন্স/সেমিনার/সিমেপাজিয়াম/ওয়ার্কশপ অনলাইনে অনুষ্ঠিত হইলে উপঅনুচ্ছেদ ৭.৩ (ক)-এ বর্ণিত অনুদানের সর্বোচ্চ ২৫% অর্থ প্রদান করা যাইবে।

উল্লেখ্য, জাতীয়/আন্তর্জাতিক কনফারেন্স/সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠান সম্পন্নের পর সচিত্র প্রমাণকসমূহ কমিশনের রিসার্চ গ্রান্টস এন্ড এওয়ার্ড বিভাগের পরিচালক বরাবর প্রেরণ করিতে হইবে।

৮) এমফিল/পিএইচডি/পোস্ট-ডক্টোরাল গবেষণার তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ এবং থিসিস কম্পোজ, প্রিন্টিং ও বাধাঁইকরণ:

এমফিল/পিএইচডি/পোস্ট-ডক্টোরাল গবেষণাকর্ম চলাকালীন সময়ের প্রারম্ভিক পর্যায়ে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য এবং গবেষণাকর্ম সমাপ্ত/জমাদানের পূর্বে থিসিস কম্পোজ, প্রিন্টিং ও বাধাঁইকরণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক আর্থিক অনুদান প্রদান করা হইবে।

৮.১) আবেদন পদ্ধতি : ক) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অনলাইন প্লাটফর্মে যথাযথভাবে আবেদন দাখিল করিতে হইবে;
খ) আবেদনকারীকে নাম, ঠিকানা, বিশ্ববিদ্যালয়, অনুষদ, বিভাগ, তত্ত্বাবধায়ক/সহযোগী তত্ত্বাবধায়কের নাম ও ঠিকানা এবং গবেষণার শিরোনাম উল্লেখপূর্বক আবেদন করিতে হইবে;
গ) আবেদনের সঙ্গে নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে—
i. প্রোগ্রামে ভর্তি সংক্রান্ত প্রমাণপত্র, একাডেমিক কাউন্সিলের কার্যবিবরণী ও অন্যান্য তথ্যাদি;
ii. চাকরিরত ফেলোর শিক্ষা ছুটি ও অনুমতিপত্র;
iii. গবেষণার সুপারভাইজার কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র;
iv. গবেষণারত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিন/বিভাগীয় প্রধান/চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র;
ঘ) অসম্পূর্ণ আবেদন গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৮.২) যোগ্যতা ও শর্তাবলি : ক) বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধিত ফেলো হইতে হইবে;
খ) কমিশনের ফেলোশিপ প্রাপ্ত ফেলোগণ এই খাতে আবেদন করিবার যোগ্য হইবেন না;
গ) অন্য কোনো উৎস হইতে বৃত্তি বা অনুদান প্রাপ্ত হইলে প্রমাণপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে;
ঘ) পূর্ববর্তী অনুদান গ্রহণের পর ২৪ মাস অতিক্রান্ত না হইলে পুনরায় আবেদন গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৮.৩) আর্থিক অনুদান : এমফিল/পিএইচডি/পোস্ট-ডক্টোরাল গবেষণার তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ এবং থিসিস কম্পোজ, প্রিন্টিং ও বাধাঁইকরণ বাবদ থোক বরাদ্দ হিসাবে প্রদেয় অনুদানের পরিমাণ নিম্নরূপ হইবে:

ক্রমিক	কাজ	এমফিল	পিএইচডি	পোস্ট-ডক্টোরাল
১.	দেশের অভ্যন্তরে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ	২৫,০০০.০০ (পচিঁশ হাজার)	৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার	২০,০০০.০০ (বিশ হাজার)
২.	বিদেশে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ	৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার)	৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার)	৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার
৩.	থিসিস কম্পোজ, প্রিন্টিং ও বাঁধাই	২৫,০০০.০০ (পচিঁশ হাজার)	২৫,০০০.০০ (পচিঁশ হাজার)	২৫,০০০.০০ (পচিঁশ হাজার)

উল্লিখিত আর্থিক অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তাবলি প্রযোজ্য হইবে-
ক) এমফিল/পিএইচডি/পোস্ট-ডক্টোরাল গবেষণাকর্মের জন্য তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ বাবদ অনুদান প্রাপ্তির দুই বছর পর থিসিস কম্পোজ, প্রিন্টিং ও বাধাঁইকরণ বাবদ অনুদান প্রাপ্য হইবেন;
খ) এমফিল গবেষণাকর্ম পিএইচডিতে কনভার্ট/এমফিল লিডিং টু পিএইচডি করিলে যেইকোনো একটির তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের অনুদানের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন;
গ) গবেষণাকর্ম চূড়ান্তভাবে এওয়ার্ডেড হওয়ার পর কোনোক্রমেই অনুদান প্রাপ্য হইবেন না।

৯) অনুদান প্রদান কমিটি : প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক সুপারিশ প্রদান এবং নীতিমালার আওতাভুক্ত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি অনুদান প্রদান কমিটি নিম্নোক্তভাবে গঠিত হইবে—
ক) চেয়ারম্যান, ইউজিসি ..... আহ্বায়ক
খ) পূর্ণকালীন সদস্যবৃন্দ, ইউজিসি ..... সদস্য
গ) সচিব, প্রশাসন বিভাগ, ইউজিসি ..... সদস্য
ঘ) পরিচালক, রিসার্চ গ্রান্টস এন্ড এওয়ার্ড বিভাগ, ইউজিসি ..... সদস্য
ঙ) পরিচালক, অর্থ, হিসাব ও বাজেট বিভাগ, ইউজিসি ..... সদস্য
চ) পরিচালক, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, ইউজিসি ..... সদস্য
ছ) অতিরিক্ত পরিচালক, রিসার্চ গ্রান্টস এন্ড এওয়ার্ড অনুবিভাগ, ইউজিসি ..... সদস্যসচিব

কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ হইবে:

i. নীতিমালার আওতায় আর্থিক অনুদান প্রদানের জন্য আবেদনসমূহের যাচাই-বাছাইপূর্বক সুপারিশ প্রদান;
ii. নীতিমালার বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ও নীতিগত বিষয়ে সুপারিশ প্রদান;
iii. দেশের অভ্যন্তরে জাতীয়/আন্তর্জাতিক কনফারেন্স/সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন সংক্রান্ত বাজেট ও অনুদান অনুমোদন প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধান;
iv. নীতিমালার অস্পষ্টতা বা প্রয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব উপস্থাপন;
v. কমিটি প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর অন্তর ন্যূনতম একটি সভা আহ্বান করিবে এবং সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত নীতিমালা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সহায়ক নির্দেশিকা হিসাবে কাজ করিবে।

১০) আদেশজারির কার্যকারিতা : এই নীতিমালা কমিশন সভার অনুমোদনের তারিখ হইতে কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

১১) রহিতকরণ ও হেফাজত : ১১.১) ইতোপূর্বে ইউজিসি গবেষণা ও শিক্ষা সহায়ক তহবিল সংক্রান্ত সকল নীতিমালা/নির্দেশিকা/আদেশ এতদ্বারা রহিত করা হইলো; এবং

১১.২) উপঅনুচ্ছেদ (১১.১)-এর অধীন রহিত নীতিমালা/নির্দেশিকা/আদেশ দ্বারা গৃহীত কার্যক্রম বা সিদ্ধান্তসমূহ পূর্বের নীতিমালা অনুযায়ী বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে।

১২) নীতিমালা সংশোধন ও অস্পষ্টতা দূরীকরণ : ১২.১) 'ইউজিসি গবেষণা ও শিক্ষা সহায়ক নীতিমালা ২০২৬' এর যেইকোনো পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন/বিয়োজন বা সংশোধনের ক্ষমতা কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে;

১২.২) এতদ্ব্যতীত এই নীতিমালার কোনো অনুচ্ছেদ/বাক্য/শব্দের ব্যাখ্যা বা অর্থ নির্ধারণ কিংবা বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে কমিশন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

১২.৩) 'ইউজিসি গবেষণা ও শিক্ষা সহায়ক নীতিমালা ২০২৬' এর আওতায় অনুদান প্রদান সংক্রান্ত যেইকোনো বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কমিশন কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

১১/০৮/২০২৬
ড. মোঃ ফখরুল ইসলাম
সচিব
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

১১/৮/২৬
প্রফেসর ড. এস এম এ ফায়েজ
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

CamScanner